সিটিজেন চার্টার
সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগার

আদালত হতে আগত বন্দিদের প্রসঙ্গে

(ক) প্রত্যেক দিন আদালত হতে আগত বন্দিদের শ্রেণীবিন্যাস করতঃ যথাযথ আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়।
(খ) অসুস্থ বন্দিদের তাৎক্ষনিকভাবে যথাযথ আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়।
(গ) নির্ধারিত তারিখে বিচারাধীন বন্দিদেরকে সংশ্লিষ্ট আদালতে হাজিরা নিশ্চিত করা হয়।
(ঘ) কোন বন্দি হাজিরার তারিখ নির্দিষ্ট না থাকলে আদালতের সাথে রক্ষিত টাকা পয়সা ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি যথাযথ হেফাজত সহকারে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।
(ঙ) নবাগত বন্দিদের আদালত হতে আসার সময় তাদের সাথে রক্ষিত টাকা পয়সা ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি যথাযথ হেফাজত সহকারে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।
(চ) অসহায় অস্বচ্ছল বন্দিদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তি লক্ষ্যে সরকারী কৌশলী নিয়োগের মাধ্যমে যথাযথ আইনগত সহয়তা প্রদান করা হয়।
(ছ) দন্ডপ্রাপ্ত বন্দিদের সুবিচার প্রাপ্তিতে উচ্চ আদালতে আপীল দায়েরের ব্যপারে তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে যোগাযোগের লক্ষ্যে সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা

(ক) কারাগারে বন্দিদের সাথে আগত সাক্ষাৎ প্রার্থীদের জন্য বিশ্রামাগার রয়েছে।
(খ) বিশ্রামাগারে পর্যাপ্ত বসার ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক পাখা, পানি ও পানীয় জল এবং টয়লেটের সুব্যবস্থা রয়েছে।
(গ) অফিসে কোন প্রয়োজনীয় সংবাদ পৌছাতে হলে বাহিরে রিজার্ভ গার্ডে কর্তব্যরত প্রধান কারারক্ষীকে অবহিত করুন।

ওকালতনামা স্বাক্ষর প্রসঙ্গে

(ক) ওকালতনামা স্বাক্ষরের ব্যপারে অবৈধ অর্থের লেনদেন রোধের জন্য প্রত্যেক কারাগারে প্রধান ফটকের সামনে ওকালতনামা দাখিলের জন্য বাক্স রাখা হয়েছে।
(খ) নির্ধারিত সময় অন্তর অন্তর বাক্স খুলে ওকালতনামা স্বাক্ষরান্তে বন্দির কৌশলী/আত্মীয়ের নিকট হস্তান্তর করা হয়।
ওকালতনামায় বন্দির স্বাক্ষরের জন্য কোন প্রকার অর্থের প্রয়োজন হয় না। যদি কেহ এ ব্যাপারে কোন অর্থ চায়/দাবী করে তাহলে তাৎক্ষনিকভাবে বিষয়টি রিজার্ভ গার্ডে কর্তব্যরত প্রধান কারারক্ষী অথবা সরকারি জেল সুপার/জেলার এর সাথে যোগাযোগ করুন।

বন্দিদের সহিত আচরণ প্রসঙ্গে

(ক) কারাগারে আটক বন্দিদের সাথে মানবিক আচরণ নিশ্চিত করা হয়।
(খ) কারাগারে আটক বন্দিকে অপরাধ ছাড়া কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করা হয় না;
(গ) কারা বিধি ও প্রাপ্যতা অনুসারে প্রত্যেক বন্দির খাবার, আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়;

প্রশিক্ষণ

(ক) কারাগারে আটক বন্দিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিরূপণ করতঃ তাদের আগ্রহ অনুসারে বিভিন্ন ট্রেডে নিয়োজিত করে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়;
(খ) কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে নিয়োজিত করে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করতঃ দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা হয়। যাতে করে বন্দিরা সাজা ভোগের মুক্ত জীবনে গিয়ে নানা রকম পেশায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারে;

বন্দিদের সাথে দেখা-সাক্ষাত সংক্রান্ত

(ক) আত্মীয়-স্বজন হাজতী বন্দিদের সাথে ১৫ দিন অন্তর একবার করে দেখা করতে পারবেন।
(খ) কায়েদী বন্দির সাথে একবার দেখা করা যাবে।
(গ) ডিটেন্যু ও নিরাপদ হেফাজতী বন্দিদের সাথে দেখা করতে হলে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও আদালতের অনুমতি প্রয়োজন।
(ঘ) দেখা-সাক্ষাত সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে এবং সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) জন এক সাথে একজন বন্দির সাথে দেখা করতে পারবেন।
(ঙ) বন্দিদের সাথে দেখা করার জন্য কোন প্রকার টাকা পয়সা লেন-দেন নিষিদ্ধ। কাহাকেও টাকা দিবেন না, কেউ টাকা দাবী করলে জেল সুপার/জেলারকে জানাবেন।
(চ) মোবাইল বা অন্য কোন নিষিদ্ধ দ্রব্য নিয়ে সাক্ষাৎ কক্ষে প্রবেশ করা যাবে না।
(ছ) বন্দিদের সাথে তার কৌশলীর দেখা সাক্ষাতের সুযোগ প্রদান করা হয়।
(জ) বন্দিদের সাথে দেখা করার জন্য জেলা সুপার বরাবর আবেদন করতে হবে। যারা আবেদনপত্র লিখতে সক্ষম নন, তারা রিজার্ভ এ কর্তব্যরত কর্মচারী সাহায্য নিন।
(ঝ) নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বা পরে দূর-দূরান্ত থেকে আগত সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সাথে বন্দিদের সাক্ষাতের জন্য সাধারণতঃ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুমতি প্রদান করা হয়।
(ঞ) কারাগারে আটক বন্দি অথবা কারো সম্বন্ধে কোন তথ্য জানতে চাইলে কারাগারের ফটকের সামনে অবস্থিত রিজার্ভ গার্ডে কর্তব্যরত প্রধান কারারক্ষীর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
(ট) সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সহজ ও ন্যায্য মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের লক্ষ্যে প্রত্যেক কারাগারে ১টি করে ক্যান্টিন/দোকান চালু করা হয়েছে।
আগত সাক্ষাৎ প্রার্থীদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যদি ন্যায্য মূল্যে ক্রয় করে বন্দিদের সরবরাহ করতে পারেন।
এতে একদিকে যেমন কারাগারে অবৈধ দ্রব্যাদি প্রবেশ করতে পারে না, অন্য দিকে সাক্ষাৎ প্রার্থীরা সহজলভ্য সতেজ জিনিস ক্রয় করতে পারেন।
এখানে আরো উল্লেখ্য যে, দূর-দূরান্ত থেকে খাবার আনলে তা বাসী হয়ে যায় যা খেলে বন্দিরা অসুস্থ হয়ে যেতে পারে।
(ঠ) সাক্ষাৎ প্রার্থীদের কর্তৃক বন্দিদের জন্য দেয়া মালামাল যথাযথভাবে যত্ন সহকারে বন্দির নিকট পৌছানো নিশ্চিত করা হয়।

পিসির টাকা জমাদান পদ্ধতি

(ক) কারাগারে আটক বন্দিদের ব্যক্তিগত তহবিলে (পিসি) অর্থ জমা রাখার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।
(খ) কেহ কারাগারের আটক বন্দিদের পিসি তে টাকা জমা করতে চাইলে ডাক যোগে মানি অর্ডার করেত পারবেন।
(গ) ব্যক্তিগত ভাবেও বন্দির আত্মীয়-স্বজন পিসি তে অর্থ জমা দিতে পারবেন।
(ঘ) রিজার্ভ গার্ডে কর্তব্যরত প্রধান কারারক্ষীর সহযোগিতায় এই অর্থ জমা দেয়া যাবে। অর্থ জমা দানের ব্যাপারে কোন প্রকার বাড়তি ফ্রি প্রদান করতে হবে না

জামিনে মুক্তি প্রসঙ্গে

(ক) আদালত হতে প্রাপ্ত মুক্তি/জামিন আদেশের মুক্তিযোগ্য বন্দিদের তালিকা প্রধান ফটকের সামনে নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়।
(খ) মুক্তিযোগ্য বন্দিদের নাম লাউড স্পিকারের মাধ্যমে ঘোষনা করা হয়, যাতে করে বাহিরে অপেক্ষমান আত্মীয়-স্বজন সহজে বন্দির মুক্তির বিষয়টি জানতে পারে।
(গ) যে সব বন্দির মুক্তি/জামিন আদেশে ভুল পরিলক্ষিত হয় তাদের নামের তালিকা বাহিরে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয় এবং বিষয়টি লাউড স্পিকারের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়। যাতে করে বন্দির আত্মীয়-স্বজন দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা না করে চলে যেতে পারে।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

(ক) প্রত্যেক কারাগারে হাসপাতাল বিদ্যমান রয়েছে। অসুস্থ বন্দিদেরকে হাসপাতালে ভর্তি রেখে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পথ্য প্রদান করা হয়।
অসুস্থ বন্দিদেরকে চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে উন্নত চিকিৎসার জন্য কারাগারের বাহিরের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি রেখে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করা হয়;
(খ) কারাভ্যন্তরে মাদক সেবী বন্দিদেরকে সাধারণ বন্দিদের থেকে আলাদা করে পৃথক আবাসনের মাধ্যমে যথাযথ চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়;

বন্দিদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম প্রসঙ্গে

(ক) কারাগারে আটক নিরক্ষর বন্দিদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে। প্রত্যেক নিরক্ষর বন্দিকে বাধ্যতামূলকভাবে এই শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। যাতে করে কারাগার হতে মুক্তি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গিয়ে তাদের দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য অধিকার সম্বন্ধে সজাগ এবং সুস্থ সমাজ গড়তে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে;
(খ) মরণ ব্যধি এইডর্স এর ভয়াবহতা সম্পর্কে বন্দিদেরকে সজাগ করা হয় এবং মরণ ব্যাধি রোধকল্পে বন্দিদের নানা রকম পন্থা সম্পর্কে সচেতনা করা হয়।
(গ) কারাগারের আটক বন্দিদের স্ব স্ব ধর্ম প্রতিপালনের স্বার্থে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ সহ পরিপালনের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
(ঘ) প্রতিনিয়ত বন্দিদের শৃংখলা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে;
(ঙ) বন্দিদের দরবার ব্যবস্থা নিশ্চিত এবং বন্দিদের সমস্যগুলি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা হয় এবং সমস্যাদির সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়;
(চ) নির্ধারিত তারিখে বন্দিদের হাজিরার নিমিত্তে বন্দিদের কোর্টে প্রেরণ নিশ্চিত করা হয়।;
(ছ) বন্দিদের চিত্তবিনোদনের জন্য কারাভ্যন্তরে টিভি, রেডিও , ক্যারাম ও লুডু ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে;
(জ) সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের দেখা-সাক্ষাতের সুবিধার্থে আবেদনের প্রেক্ষিতে নিজ জেলায় বা নিকটস্থ কারাগারে বদলী নিশ্চিত করা হয়।
(ঝ) বন্দিদের চারিত্রিক সংশোধনের জন্য মোটিভেশনাল ক্লাস চালু রয়েছে এবং নানাবিধ প্রেষণামূলক ব্যবস্থা যেমন-টেলিভিশন, ফ্রিজ মেরামত, প্যাকেট তৈরী, রেডিও ফ্যান, চার্জার লাইট মেরামত ও গবাদি পশু, মৎস্য চাষ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু রয়েছে।
(ঞ) প্রত্যেক কারাগারে ক্যান্টিন ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে যেখানে সাশ্রয়ী মূল্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ও দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র মজুত রাখা হয় বন্দিরা চাহিদানুযায়ী ক্যান্টিন হতে উক্ত মালামাল ক্রয় করতে সক্ষম হয়।